

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৫২

১/ বিবিধ

আরবী

ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه: من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائة  
ضعيف

رواه الطبراني (1 / 205 / 2) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن مجمع بن يحيى عن عمه خالد بن زيد بن جارية مرفوعا. قال الهيثمي (3 / 68): " وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف ". قلت: وله طريق أخرى أخرجه في " الصغير " (ص 25) عن زكريا بن يحيى الوقار: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا. وقال: " لم يروه عن الأوزاعي، إلا بشر، تفرد به زكريا ". قلت: وهو ضعيف أيضا كما قال الهيثمي، بل هو هالك فقد كذبه غير واحد. لكن تابعه عمر بن علي المقدمي عن مجمع بن يحيى بن جارية به بلفظ: " برىء من الشح من أدى ... " الحديث. والمقدمي هذا ثقة، ولكنه كان يدلس شديدا كما قال الحافظ، لكنه توبع كما يأتي. والحديث أورده السيوطي باللفظ الثاني من رواية هناد وأبي يعلى والطبراني عن خالد ابن زيد بن جارية. وعزاه الحافظ في " الإصابة " للأخيرين فقط من طريق مجمع بن يحيى به، وقال: " إسناده حسن، لكن ذكره (يعني خالد بن زيد) البخاري وابن حبان في التابعين ". قلت: فهذه علة أخرى في الحديث، ألا وهي الإرسال. وأما تحسين الحافظ لإسناده، فلعله عند أبي يعلى من غير الطريقين المتقدمين عن مجمع، وذلك ما أستبعده. والله أعلم. ثم صدق ظني حين رأيت ابن حبان قد أخرج الحديث في " الثقات " (4 / 202) من طريق أبي يعلى - وهو شيخه -

بسندہ عن ابن المبارک عن مجمع بن یحییٰ به لم یجاوز خالدا. وهکذا رواه هناد فی  
الزهد " (2 / 514 / 1060) من طریق آخری عن مجمع به. وقال ابن حبان: مرسل

বাংলা

১৯৫২। যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে তাকে নিজের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হবেঃ যে যাকাত আদায় করবে, মেহমানদারী করবে এবং বিপদের সময় দান করবে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্ববারানী (১/২০৫/২) ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুজাম্মা হতে, তিনি মুজাম্মা ইবনু ইয়াহইয়া হতে, তিনি তার চাচা খালেদ ইবনু যায়েদ ইবনু জারিয়্যাহ হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাইসামী (৩/৬৮) বলেনঃ ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মুজাম্মা দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এর অন্য একটি সূত্র রয়েছে, সেটিকে ত্ববারানী "আসসাগীর" গ্রন্থে (পৃঃ ২৫) যাকারিয়া ইবনু ইয়াহইয়া অকার হতে, তিনি বিশর ইবনু বাকর হতে, তিনি আওয়াঈ হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে, তিনি আবু সালামাহ হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ এটিকে আওয়াঈ হতে শুধুমাত্র বিশর বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনিও দুর্বল যেমনটি হাইসামী বলেছেন। বরং তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাকে একাধিক ব্যক্তি মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু উমার ইবনু আলী মুকাদ্দামী তার মুতাবায়াত করেছেন মাজমা ইবনু ইয়াহইয়া জারিয়্যাহ হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেঃ কৃপণতা হতে মুক্ত যে ... আদায় করবে ...। আলহাদীস।

এ মুকাদ্দামী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি কঠিন প্রকৃতির তাদলীস করতেন যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। তবে তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে যেমনটি আসবে।

হাদিসটিকে সুযুতী দ্বিতীয় ভাষায় হান্নাদ, আবু ইয়ালা ও ত্ববারানীর বর্ণনায় খালেদ ইবনু যায়েদ ইবনু জারিয়্যাহ হতে বর্ণনা করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার শুধুমাত্র শেষ দু'জনের বর্ণনায় মুজাম্মা ইবনু ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করে বলেছেনঃ এর সনদ হাসান। কিন্তু খালেদ ইবনু যায়েদকে ইমাম বুখারী ও ইবনু হিব্বান তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির মধ্যে এটি আরেক এক সমস্যা। আর তা হচ্ছে মুরসাল হওয়া। আর হাফিয ইবনু হাজার যে হাসান আখ্যা দিয়েছেন, সম্ভবত উপরোক্ত দুটি সূত্র ছাড়া আবু ইয়ালার নিকট মুজাম্মা হতে অন্য সূত্রে। আর এটাকে দূর্বতী বিষয়ই মনে করছি। (আল্লাহই বেশী জানেন)।

অতঃপর আমার ধারণা সঠিক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যখন ইবনু হিব্বানকে দেখলাম হাদীসটিকে “আসসিকাত”

গ্রন্থে (৪/২০২) আবু ইয়ালার সূত্রে-তিনি হচ্ছেন তার শাইখ- তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে, তিনি মুজাম্মা ইবনু ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি খালেদকে অতিক্রম করেননি। এভাবেই হান্নাদ “আযযুহুদ” গ্রন্থে (২/৫১৪/১০৬০) অন্য সূত্রে মুজাম্মা হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু হিব্বান বলেছেনঃ এটি মুরসাল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72835>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন